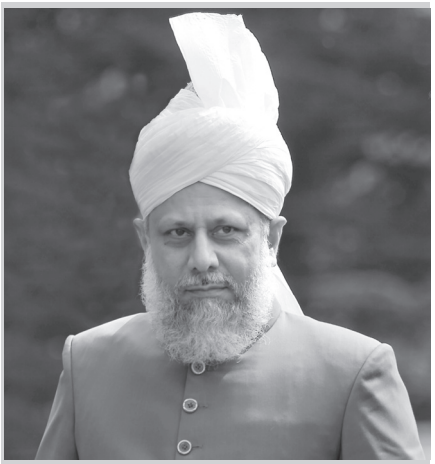

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক ০৭/০১/২০১১ লন্ডনের বাইতুল ফতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমার খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

আল্লাহ্ তাআলার নিকট কুরবানীর পদমর্যাদা হচ্ছে, আবেগ এবং ঘনিষ্টতার; ভাগ্যের নয়।

কুরবানীর গ্রহণীয়তা নিয়্যত ও আমল অনুযায়ী হয়ে থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কুরবানীর যে আবেগ জামাতের মাঝে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ তাআলার ফযলে জামাত তাতে উন্নতি করে যাচ্ছে। সাহাবাদের কুরবানীর দৃষ্টান্ত নবাগতরাও জীবিত করে চলছেন।

ভারত এবং আফ্রিকার দরিদ্র আহমদীদের আর্থিক কুরবাণীর আশ্চর্যজনক ও অত্যন্ত ঈমান উদ্দিপক ঘটনা সমুহের বর্ণনা

ওয়াকফে জাদীদের ৫৩ তম বছরের সমাপ্তি ও নতুন বছরের শুরুর ঘোষণা। গত বছর জামাত ৪১,৮৩,০০০/- পাউন্ড উপর কুরবানী করার তৌফিক পেয়েছে। পাকিস্তান প্রথম, আমেরিকা দ্বিতীয়, ইউকে তৃতীয়,

ঘানা ও নাইযেরিয়ার জন্য আগামী বৎসর কম পক্ষে পঞ্চাশ হাজার সদস্যদের ওয়াকফে জাদীদে অর্ন্তভুক্ত করার টার্গেট। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিভিন্ন দেশ ও জামাতের মূল্যায়ন।

জার্মানীর মোকাররম হেদায়াত উল্লাহ হিওবশ সাহেব-এর মৃত্যু আর মরহুমের বিভিন্ন প্রশংসনীয় গুনাবলীর বর্ণনা, নামাযে জানাযা গায়েব।

তাশহুদ তা'উয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) সূরা বাকারার ২৬৬ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন।

আর যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং তাদের আত্মার দৃঢ়তার জন্য খরচ করে তাদের দৃষ্টান্ত উচুঁ জায়গায় অবস্থিত সেই বাগানের ন্যায় যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হল তা দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন করে। আর এতে যদি প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তাহলে অল্প বৃষ্টিই (এর জন্য) যথেষ্ট। আর তোমরা যা করছ আল্লাহ এর সর্বদ্রষ্টা।

আজ জগতে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী যারা আহমদীয়াতকে বুঝেছে, তারা আহমদীয়াত ও এই আখেরী শরীয়ত গ্রন্থের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যা কুরআন করীম আকারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর উপর নাযেল হয়েছে। এর প্রতিটি নির্দেশ পালন এক মু'মিনকে প্রকৃত মু'মিন বানিয়ে থাকে। আর খোদা তাআলার রাস্তায় আর্থিক কুরবানী করাও খোদা তাআলার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলীর একটি যার বিষয়ে সূরা বাকারার প্রাথম দিকের আয়াতেই বলা হয়েছে। কুরআন করীম মুত্তাকীদের হেদায়াতের মাধ্যম। অর্থাৎ তাদের জন্য যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনয়নকারী, আর 'ইউকিমুনাস্ সালাত' (বাকারা:৪) তারা নামায প্রতিষ্ঠাকারী। আর 'ওয়া মিম্মা রাযাক্‌না হুম ইউন ফিকুন' (বাকারা : ৪) যা কিছু আমরা তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।

সুতরাং এই তিনটি বিষয় মুত্তাকী হওয়ার জন্য এবং কুরআন করীম থেকে হেদায়াত লাভের জন্য আবশ্যকীয়। যেমন আমি বলেছি এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা কুরবানী ও আর্থিক কুরবানীর বিভিন্ন দিককে বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে সূরা বাকারাতেই শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে আর এভাবে পবিত্র কুরআনের আরও অনেক স্থানে রিযিকের কুরবানীর বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এক আহমদী মুসলমান আর্থিক কুরবানীর গুরুত্বকে বুঝে, আর যখন এ শিক্ষার উপর আমল করে কুরবানী করে তখন খোদা তাআলার অসাধারণ ব্যবহার দেখতে পায়। আর এ আর্থিক কুরবানীতে ঈমান, বিশ্বাস, খোদা তাআলার স্বত্ত্বায় বিশ্বাস, ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতায় বিশ্বাস আরো পাকা হয়ে যায়। এ আয়াত যা আমি তেলাওয়াত করেছি তাতেও আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচের বিষয়ই আলোচনা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচকারী ঐ সকল লোক যারা নিজেদের সম্পদ প্রকাশ করতে চায় না, তারা কারো প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্যও খরচ করে না আর অন্যের কৃতজ্ঞতা লাভের জন্যও খরচ করে না বরং বিশেষভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খরচ করে। নিজেদের মাঝে দুর্বলদেরকে শক্তিশালী করার জন্য খরচ করে। জামাতকে মজবুত করার জন্য খরচ করে। নিজের ঈমানকে মজবুত করার জন্য খরচ করে।

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি চাওয়া নিজের নফ্‌স আর নিজেদের লোকদেরকে শক্তিশালী করা, দৃঢ়তা দান করার ইচ্ছা প্রত্যেক ভদ্র ও পুণ্যবান স্বভাবের হৃদয়েই থাকে। মন্দ স্বভাব বিশিষ্টদের মাঝে কখনো এ অভিপ্রায় থাকে না। এমন লোক যারা নিজেদের স্বত্ত্বার উর্দ্ধে থেকে চিন্তা করে তারাই এমন অভিপ্রায় রাখে। তাই যারা নিজে ভাল চিন্তা করে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের অভিপ্রায় রাখে তাদের খরচ কখনও সম্পদ প্রদর্শনের কারণ হয় না আর না অনুগ্রহ করা বা অনুগ্রহ লাভের জন্য হয়ে থাকে। এমন খরচে কেবল সম্পদশালীরাই নয় বরং গরীবরাও অংশ গ্রহণ করে থাকে। গরীবরাও আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট ভাজন হতে চায় বরং ধনীদের চেয়ে গরীবরা আল্লাহ তাআলার বেশি সন্তুষ্ট ভাজন হতে চায়। নবীদের জামাত যখন গঠিত হয় তখন তাদের মাঝে অধিকাংশ গরীব থাকে। দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও নিজের ভাইদের সহযোগীতা করে, জামাতের যতটুকু সেবা করা যায়, যতটুকু তাদের সাধ্যে কুলায় তা তারা করে আর সেটিকে দৃঢ়তর করার চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত ভাবে একে অন্যকে শক্তিশালী করার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আমরা মহানবী (সা.)-এর সাহাবাদের মাঝে মদিনায় হিজরতের সময় দেখতে পাই। যখন আনসাররা মুহাজেরদেরকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য তাদের সহযোগীতাকল্পে অতুলীয় কুরবানী দিয়েছিলেন। অত:পর জামাতীভাবেও সাহাবাদেরই দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে চাঁদার তাহরীক হয়েছে বা যে কোন উদ্দেশ্যেই চাঁদার তাহরীক হয়েছে, তখন তাদের কাছে যা কিছু থাকতো তারা সেটির উত্তম অংশ আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিতেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ধনী গরীব উভয়কে তাঁর রাস্তায় খরচের তাহরীক করেছেন। প্রত্যেকের এ আকাঙ্খা জাগ্রত করানো হয়েছে, যদি খোদার রাস্তায় খরচ কর তা হলে নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী যে যাই খরচ করতে থাকবে সে সেই কুরবানীর দ্বিগুণ প্রতিফল পাবে। গরীবদেরকেও শান্তনা দেয়া হয়েছে, পরিশুদ্ধ চিত্তে খোদা তাআলার সন্তুষ্টির জন্য যে খরচ করা হয় খোদা তাআলা অবশ্যই এর প্রতিদান দেন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন করীমের অন্য জায়গায় বর্ণনা এসেছে খোদা তাআলা সাত'শ গুণ বা তারও বেশি দিতে পারেন। এখানে এমন কোন শর্ত নেই, বড় অংকের টাকা এবং বড় কুরবানী গুলোকে কবুল করা হবে বরং মূল হ'ল কুরবানীর রূহ, যাকে খোদা তাআলা গ্রহণ করেন। বরং প্রত্যেক কর্মের নিয়্যতকে খোদা কবুল করেন। অনেক সময় এমন হয়, অনেক বড় কুরবানীর বিপরীতে বাহ্যিক ছোট কুরবানীই বেশি মর্যাদা রাখে।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আজ এক দেরহাম এক লক্ষ্য দেরহামের চেয়েও অগ্রগণ্য হয়ে গেল। সাহাবারা নিবেদন করলেন, কিভাবে? তিনি (সা.) বললেন এক ব্যক্তির নিকট দুই দেরহাম ছিল সে এক দেরহাম কুরবানী করে দিল আর অন্য এক ব্যক্তির নিকট অনেক ধন-সম্পদ ও সম্পত্তি ছিল। সে তা থেকে এক লক্ষ্য দেরহাম কুরবানী করল (সুনন নেসায়ী, কিতাবুয যাকাত, হদীস নং ২৫২৭) যা তার সম্পদের তুলনায় অনেক কম ছিল। যদিও এটা অনেক বড় অংক।

সুতরাং আল্লাহ তাআলার নিকট কুরবানীর পদমর্যদা হচ্ছে, আবেগ ও ঘনিষ্ঠতার; ভগ্যের নয়। আল্লাহ তাআলা এখানেও এ আয়াতে গরীবদেরকে শান্তনা প্রদান করেছেন, যেভাবে উর্বর জমিতে সামান্য বৃষ্টি বাগানকে ফলে পরিপূর্ণ করে দেয়, সেভাবে নিজের অবস্থা অনুযায়ী পুণ্য নিয়্যতেকৃত ছোট কুরবানীও আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণ যোগ্যতার মর্যাদা লাভ করে বড় কুরবানীকারিদের মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে দেয়। বরং অনেক সময় মর্যাদায় অগ্রগন্যও করে দেন। যে রূপ আমার উপস্থাপিত একটি দৃষ্টান্ত থেকে প্রমানিত। অত:পর আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলেন, ওয়াল্লাহু বেমা তা'মালুনা বাছীর (বাকারা: ২৬৬) অর্থাৎ যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ তাআলা দেখেন। এটা বলে স্পষ্ট করে দিছেন, আল্লাহ তাআলা হৃদয়ের অবস্থা জানেন। তিনি তোমাদের আবেগকে জানেন। তিনি সেই প্রেরণাকেও জানেন যার কারণে তোমরা কুরবানী করে থাক। এজন্য আল্লাহ তাআলার নিকট যখন প্রতিদান পাওয়া যায় তখন হৃদয়ের আর নিয়্যতের কর্ম অনুযায়ী পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা তোমাদের আর্থিক অবস্থা জানেন। তোমরা যে কুরবানী করছো, যদি সেই অবস্থা অনুসারে কর, তাহলে যে প্রতিদানেই পাবে তা সে অনুসারেই পাবে। এজন্য কুরবানীর গ্রহণ যোগ্যতাও ঐ নিয়্যত ও আমলনামানুসারে মর্যাদা লাভ করে থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে তিনি যখন আর্থিক কুরবানীর আহবান জানাতেন তখন ধনী গরীব সবাই তাদের নিজ নিজ অবস্থানুসারে আর্থিক কুরবানী করতেন। তাঁর মান্যকারীদের অধিকাংশই গরীব ছিল আর তাদের কুরবানীও অর্থের দিক থেকে খুবই সামান্য হত। কিন্তু এ 'তাল্লুন' এ সামান্য বৃষ্টিই, এতো উপকারী হ'ল যে, ঐ কুরবানীগুলোর এত ফল লেগেছে যে আজ পর্যন্ত তাদের বংশধররা খাচ্ছে। সুতরাং এটা ঐ প্রজন্মেরও দায়িত্ব যাদের মধ্যে থেকে আজ কতক যথেষ্ট সামর্থ্যবান হয়েছেন, আর্থিক দিক থেকে, তাদের কুরবানীকে মুষলধার বৃষ্টির রূপ দেয়া উচিত। এমন পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাতে তাদের ও তাদের বংশধরের কর্মের বৃক্ষ সর্বদা সবুজ সতেজ থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তো এক রূপি কুরবানী কারীদেরও উল্লেখ নিজের পুস্তক সমূহে করেছেন, যা নগন্য কুরবানী ছিল। যা তারা স্থায়ী ভাবে নিজেদের জন্য ধার্য করে নিয়েছিল, প্রতি মাসে তারা এক রূপি আদায় করবেন। তার সাহাবীদের কুরবানীর দৃষ্টান্তসমূহ কেমন ছিল আমি সেটির একটি উদাহরণ দিচ্ছি–

চৌধুরী আব্দুল আযিয সাহেব আউযলভি আহমদী, পাটওয়ারী ছিলেন। তার সম্পর্কে কাযি মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব পেশাওয়ারী বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) গুরুদাসপুরে আর্থিক কুরবানীর আহবান করেন। চৌধুরী আব্দুল আযিয পাটওয়ারী সাহেব নিজে এসে হুযূর (আ.)-এর সেবায় একশ রূপার রূপি প্রদান করেন আর বলেন খাকসারের নিকট এ অর্থই জমা ছিল যা আমি নিয়ে এসেছি। কাযি সাহেব বলেন, এই পাটওয়ারীর কুরবানীতে আমি খুবই হতবাক হয়েছি আর ঈর্ষাও হয়েছে একজন পাটওয়ারী যে মাসে ছয় রূপি বেতন পায়, তিনি কত আন্তরিকতার সাথে কুরবানী করছেন। কাযি সাহেব পুন:রায় লিখেন আল্লাহ তাআলা তাঁর আন্তরিকতার প্রতিদান হিসেবে তার উপর বড়ই আশীষ বর্ষন করেছেন।

এখানে এটাও স্পষ্ট করে দিচ্ছি, হযরত মসীহ্

মাওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের মাঝে তাকওয়া খুবই বেশি ছিল। তারা তাকওয়াতে অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর (আ.) থেকে সরাসরি যে কল্যাণ পাচ্ছিলেন এ কারণে তাদের তাকওয়ার মান অত্যন্ত উঁচু ছিল। চৌধুরী সাহেবও তাকওয়ায় অগ্রগামী ছিলেন। অন্যান্য পাটওয়ারীদের মত ছিলেন না। আমাদের দেশে পাটওয়ারীদের সম্পর্কে প্রচলিত আছে, যদিও তাদের বেতন কম, তবুও তাদের সম্পত্তি অনেক বেশি হয় তাদের অতিরিক্ত আয় অনেক বেশি হয়ে থাকে যা বিভিন্ন মাধ্যমে কৃষকদের নিকট থেকে (ছোট কৃষকদের নিকট থেকে) আদায় করা হয়ে থাকে। আর কতক এমনও আছেন, তারা যখন অবসরে যান তখন তাদের নিকট সম্পদও থাকে। অনেকে একর একর সম্পত্তির মালিক হয়, এমন কি শত-শত একরের মালিকও হয়ে যায়।

আমার মনে আছে, আমার সাথে স্কুলে এক পাটওয়ারীর ছেলে পড়তো। তার চলাফেরা কাপড় চোপড় এমন হতো যা হাজার রূপি উপার্জনকারীর সন্তানেরও ছিলনা। আর নিজেই বলতো, আমার পিতার বেতন তো পয়তাল্লিশ রূপি মাত্র কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার খুবই ফযল। যেন আল্লাহ তাআলার ফযলের যে ধরন সেটি পাল্টে গিয়েছে, যেটি অবৈধ সেটি আল্লাহ তাআলার ফযল হয়ে গেছে আর যেটি বৈধ উপার্জন সেটি সরকারের পক্ষ থেকে বেতন হয়ে গেছে। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসে আমাদেরকে বলেছেন- আল্লাহ তাআলার সঠিক ফযল কি? অথচ এই লোকেরা বলে, আমাদের না কোন মাহদীর প্রয়োজন, না কোন মসীহর না কোন সংশোধনকারীর। যদি তারা এটা মেনে নেয় যে, প্রয়োজন আছে তাহলে তারা সঠিক ভাবে বুঝতো আল্লাহ তাআলার ফযল কেমন ও কি জিনিস? আহমদীদের এটা জানা, খোদা তাআলার জন্য কি ভাবে প্রত্যেক ধরনের কুরবানী করতে হয়, আর এর ফলে তাঁর ফযল কিভাবে বর্ষিত হয়? মুষলধার বৃষ্টি হোক আর অল্প বৃষ্টি, বেশি বৃষ্টি হোক আর কম বৃষ্টি, বড় কুরবানী হোক আর ছোট কুরবানী, ধনী হোক অথবা গরীব, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে কৃত কুরবানীসমূহ দ্বিগুণ ফল বহন করে। যেভাবে হযরত চৌধুরী আব্দুল আযিয সাহেব সম্পর্কে হযরত কাযি মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব লিখেন, আল্লাহ তাআলা তার এ আন্তরিকতার অগণিত ফল দিয়েছেন। সম্ভবত বেতনের পাশা পাশি তার অল্প কিছু জমি ছিল। পাটওয়ারীরা সাধারণত গ্রামে বসবাসকারী হয়ে থাকে আর কিছু না কিছু চাষাবাদের জমিও থাকে। এ থেকে আয়ও হয়ে থাকে যার কারণে কিছু অর্থ একত্রিত করে নিয়েছিলেন। সেগুলো সব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সমীপে এনে পেশ করেন।

সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, আল্লাহ তাআলার কখনও বান্দাদের অর্থের প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ তাআলা যখন বান্দাদেরকে কুরবানীর কথা বলেন এটা কেবল বান্দাদেকে পূণ্য দেয়ার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। আর এ অবস্থায়াই আল্লাহ তাআলার নবীদের হয়ে থাকে। তাদের এ বিষয়ে চিন্তা থাকে না, জামাতের খরচ কিভাবে চলবে। আল্লাহ তাআলা যখন কাজ শুরু করান, কাউকে পাঠান, তখন তার জন্য উপকরণও সরবরাহ করেন। নবীগণ অবশ্যই বাহ্যিক তাহরীক করেন এরপর খলীফাগণও করেন, কিন্তু তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা অঙ্গীকার করে রেখেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথেও এমন অঙ্গীকার করা হয়েছে। এ জন্য তিনি এক জায়গায় এটা প্রকাশও করেছেন আল্লাহ্ তাআলা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অর্থ কোথা থেকে আসবে। তিনি (আ.) বলেন, অনেক আসবে কিন্তু এটা দেখে তোমরা জগতের পুজারী হয়ে যেও না। অর্থাৎ এককভাবেও জামাতকে তিনি সুসংবাদ দিয়েছেন, তোমাদের প্রাচুর্য্য দেয়া হবে, আর জামাতীভাবেও তোমাদের প্রাচুর্য হবে। সুতরাং জামাতীভাবে প্রাচুর্য সৃষ্টি হলে যাদের হাতে খরচের দায়িত্ব থাকবে তাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, কোন ধরনের অপ্রয়োজনীয় খরচ যেন না হয়। প্রত্যেক পয়সা সর্তকতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে খরচ করবেন। গরীবরা কুরবানী করছে অথবা ধনীরা কুরবানী করছে, এটা বুঝে শুনে খরচ করা খরচকারীদের কাজ। আর তারা যেখানে ধর্মের সেবা করছেন, সিলসিলার সেবা করছেন সেখানে এ খরচকে হিসাব করে খরচ করে খোদার সন্তুষ্ট ভাজন হওয়ার চেষ্টা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'তের মাঝে কুরবানীর যে প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ তাআলার ফযলে এতে জামাত উন্নতি করে চলেছে। সাহাবীদের কুরবানীর দৃষ্টান্ত নতুন আগতরাও জীবিত রাখছেন। জগতের দূরদূরান্তের এলাকায় যেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, মানুষ দরিদ্র কিন্তু আর্থিক কুরবানীও করছে। হালকা বৃষ্টিও তাদের কুরবানীকে ফলে সুশোভিত করে দেয়, আর মুষলধার বৃষ্টির দৃষ্টান্তও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। মুষলধার বৃষ্টির ন্যায় আর্থিক কুরবানীতে তাদের হাত উন্মুক্ত হয়ে আছে। আল্লাহ তাআলার ফযলের বর্ষণ তাদের ব্যবসা বানিজ্যকে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে চলছে। আমি কয়েকটি ঘটনা নির্বাচিত করেছি যা এখন আপনাদের সামনে বর্ণনা করছি।

উদাহরণ স্বরূপ ইন্ডিয়া থেকে সেখান কার নাযেম ওয়াকফে জাদীদ লিখেন, গত ২০১০ইং সালে আমি গুজরাত পরিদর্শনে যাই। সেখানে গান্ধী দামের একটি জায়গাতে এক বন্ধুর নিকট ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আনতে যাই। তখন তার চাঁদা ১৩,০০০ রূপি ছিল। তিনি (নাযেম সাহেব) বলেন, আমি তার আর্থিক অবস্থা জানতাম। আমি তাকে বললাম আল্লাহ তাআলা আপনাকে অনেক দিয়েছেন, আপনি আপনার ওয়াদা পঞ্চাশ হাজার রূপি করে দিন। তিনি সাথে সাথে পঞ্চান্ন হাজার রূপির চেক কেটে দিয়ে দেন আর বলেন দোয়া করুন এক ব্যবসায় আমার একুশ লক্ষ রূপি ফেসে আসে যা পাওয়ার আসা নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমন ফযল করলেন যে, দুই চার দিন পরেই যে অর্থ আটকা পরেছিল সেই একুশ লক্ষ রূপি সেই লোকেরা নিজে এসে তাকে দিয়ে গেল।

তদরূপ আমাদের ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ বলেন, ক্যাম্বেল টুর জামাতে তামিল নাড়ুর এক নিষ্ঠাবান আহমদী বন্ধু, যিনি দশ বছর পূর্বে বয়াত করেছিলেন তাকে যখন ওয়াকফে জাদীদের গুরুত্বের বিষয়টি বুঝানো হলো, তিনি (ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ) বলেন, আপনার আয় অনেক তাই এখন আপনার ওয়াদা ত্রিশ হাজার রূপি লিখান। উত্তরে তিনি (নিষ্টাবান আহমদী বন্ধু) বলেন, মৌলভী সাহেব আমি আপনার কথা শুনেছি, আমি ত্রিশ হাজার নয় বরং পঞ্চাশ হাজার রূপি ওয়াদা লিখাচ্ছি এতে আমি বল্লাম এটা হয়তো আপনার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি হবে। তিনি

বললেন যা আল্লাহ তাআলার জন্য দিচ্ছি এতে আপনার কি? আমার জানা আছে আমার সার্মথ্য কতটুকু আর কিভাবে আল্লাহ তা'লা বরকত মন্ডিত করেন। রমযান মাসে তিনি তার ওয়াদা পূর্ণ করে দেন আর তিনি জানান, তার আয় এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে এ বছর তিনি তার তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ এর ওয়াদা এক এক লক্ষ্য রূপি করে লিখিয়েছেন।

অতঃপর বঙ্গঁ প্রদেশের ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ শেখ মুহাম্মদ দাউদ সাহেব বলেন, একজন নতুন আহমদী যিনি মাদ্রাসায় পড়াতেন, পরে তিনি মোয়াল্লেম প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, আর পাঁচশ রূপি চাঁদা দিতেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তার উপর ফযল বর্ষণ করেন। এখন তার চাঁদা পাঁচ হাজার রুপি। তিনি বলেন, যখন আমি গয়ের আহমদী ছিলাম, তখন লোকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে খেতাম আর এখন বয়আতের পর চাঁদার বরকতে লোকেরা আমার দস্তর খানায় খাবার খায়। প্রথমে সম্পত্তি ছিল না, এখন সম্পত্তিও হয়েছে।

তামিল নাড়ুর ক্যাম্বেল টুর জামা'তের অধিকাংশ সদস্যই নব দীক্ষিত আহমদী তাদের অধিকাংশ সদস্য দশ পনের বছর পূর্বে বয়আত নিয়েছে। তবুও সেই জামাতের মাঝে উপার্জনকারীদের পঞ্চাশ ভাগের বেশি এখন ওসিয়্যতকারী হয়ে গেছেন। কয়েক বছর পূর্বে একব্যক্তি বয়আত করেছেন আর আল্লাহ্ তাআলা তাকে চাঁদা বাড়িয়ে দেয়ার অসাধারণ তৌফিক দিয়েছেন আর তিনি বলেন, এ কারণে আল্লাহ তাআলাও আমার ব্যবসা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার গয়ের আহমদী আত্মীয়রা আশ্চর্য্য হয় যে, তোমার নিকট এতো অর্থ কোথা থেকে আসছে। আমি তাদেরকে এটাই বলি, যাই আছে তা খোদা তাআলার ফযল ও আহমদীয়াতের বরকত। এগুলো হ'ল ইন্ডিয়ার অবস্থা যা আমি বর্ণনা করলাম।

আফ্রিকার দূর দূরান্তের অঞ্চলগুলোতে মানুষের মাঝে কুরবানীর আবেগ কি সেটি লক্ষ্য করুন!

গ্যাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, আমাদের একজন ভাই ফোডেবা কলি (Fodayba Colley) দরিদ্র ব্যক্তি, তাঁকে যখন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার জন্য বলা হল তখন তিনি জানান দারিদ্রতার কারণে তিনি অনাহারে আছেন। তিন দিন পরে এই বন্ধু মিশন হাউসে এসে পঞ্চাশ ডেলাসি দিলেন আর বলেন, আমি চাই বরকতের জন্য আমার নামও চাঁদা আদায়কারীদের তালিকায় অন্তভূর্ক্ত হয়ে যাক। অর্থাৎ অনাহারের অবস্থা তথাপি চাঁদা দেয়ার আকাঙ্খা (এমন যে), কোথাও আমি বঞ্চিত না থেকে যাই, অদ্ভূত এ আবেগ।

তদ্রুপ আরো একজন ব্যক্তি ছিলেন তিনিও বলেন, আমি অত্যন্ত দরিদ্র অভাবী, আমার কাছে কিছু নেই তথাপি এক শত ডেলাসি আদায় করেন।

বেনিন জামাতের আমীর সাহেব লিখেন, আওরাকামে (Awrakame) জামা'তের এক জন নও-মোবাঈন জেনারেল সেক্রেটারী লতিফোয়েমিদী সাহেব কিছু কাল যাবত বেকারত্বের কারণে চিন্তিত ছিলেন। কাজ এবং ব্যবসার সন্ধানে নাইজেরিয়াও গিয়েছিলেন কিন্তু কিছুই হল না আর চিন্তিত হয়ে ফিরত আসলেন। ওয়াকফে জাদীদের শেষ দুই মাস নভেম্বর ডিসম্বর অবশিষ্ট ছিল, তিনি এ চাঁদায় বকেয়াদার ছিলেন। তাকে যখন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দেয়ার কথা বলা হ'ল আর বুঝানো হ'ল, কঠিন অবস্থায় খোদা তাআলার রাস্তায় খরচকারীদেরও বিশেষ পুরুষ্কার দেয়া হয়ে থাকে। তখন তিনি পরের দিন চাঁদার অর্থ নিয়ে এসে বললেন, সমস্ত পরিবার যখন ঋণ করে চলছে তখন খোদার রাস্তায়ও খরচের জন্য ঋণ নেয়া যেতে পারে। হতে পারে আল্লাহ্ আমাদের দিন পাল্টে দিবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার ফযল এভাবে নাযেল হল যে, চাঁদা দেয়ার তৃতীয় দিন এক বড় বিত্তশালীর ঘরে তার চাকুরী হয়ে যায় আর এত ভাল বেতন পান যে, দুই মাসের মধ্যে তার সমস্ত ঋণ চুকে যায়, তিনি একটি মোটর সাইকেলও ক্রয় করেন আর এখন সব জায়গায় বলেন, এটি আমার চাঁদার বরকত।

বেনিনেরই আওরাকামে জামা'ত যা পূর্বে উল্লেখ করেছি, সেখানকার মোয়াল্লেম সাহেব চাঁদা আদায়ের জন্য বের হন আওরাকামে জামাতের অনেক মানুষ তাদের প্রেসিডেন্ট সাহেবের ঋণ পরিশুধ করার ছিল। আর এটি অনেক বড় একটি অংক ছিল। কিন্তু দীর্ঘ দিন থেকে ঋণ গ্রহণকারীরা ঋণ পরিশোধ করছিল না যার কারনে প্রেসিডেন্ট সাহেব এবং তাঁর পরিবারের কতক সদস্য ওয়াকফে জাদীদের পূর্ণ চাঁদা আদায় করতে পারেন নাই। মোয়াল্লেম সাহেব প্রেসিডেন্ট এবং তার পরিবারের সদস্যদের বুঝালেন, দেখুন! ওয়াদা হচ্ছে একটি ঋণ। আপনারা খোদার ঋণ আদায়ের ব্যাপারে যখন আগে-পরে করেন তখন অন্য মানুষ আপনাদের ঋণ আদায়ের ব্যাপারেও আগে-পরে করবে না কেন? এ বিষয়টি তিনি বুঝে যান, তৎক্ষনাত তিনি নিজের সমস্ত ঘরের ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসাব করে বলেন, নিন মোয়াল্লেম সাহেব আমি খোদার ঋণ চুকিয়ে দিলাম। আল্লাহ্ তাআলার এ ভাবে স্বীয় ফযল নাযিল করেন যে, যারা তাকে ধার ফিরত দেয়ার ছিল সপ্তাহের মধ্যেই তারা সকলে আসলেন আর তাঁর অর্থ তাকে ফিরত দিয়ে গেলেন। এখন তারা এক একর জমি কিনেছেন, যার মধ্যে থেকে অর্ধেক 'চার কেনাল' জমি মসজিদের জন্য জামাতকে দিয়েছেন।

নাইজেরিয়ার মোবাল্লেগ বর্ণনা করেন, লোকোজা জামাতের একজন ভদ্র মহিলা আসওয়াত হাবিব (Aswat Habib) সাহেবা বলেন, আমি আমার বাড়িতে গার্মেন্টস কাপড়ের দোকান চালাই। কিন্তু বর্তমানে আমার স্বামী স্কুল খুলেছেন যার কারণে এখন আমার অধিকাংশ সময় স্কুলের কাজে অতিবাহিত হয়, আর স্কুলটিও ঘর থেকে দূরে যার প্রেক্ষিতে দোকানের কাজে আয় কমে যায়। এ বিষয়টি আমার জন্য চিন্তার কারণ ছিল। এক দিন মূরব্বী সাহেব ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার তাহরীক করেন, আমার পক্ষ যতটা সম্ভব ছিল আমি তাতে অংশ গ্রহণ করি সেই দিনই কয়েক ঘন্টা পর আমি যখন গার্মেন্টসের দোকান খুলি তখন কয়েক ঘন্টায় এত বিক্রি হয় যা পূর্বে এক সপ্তাহেও হতো না। এটি কেবল খোদার রাস্তায় চাঁদা দেয়ার কল্যাণ যিনি আমাকে এত দিয়েছেন।

ওগু অঞ্চলের মোবাল্লেগ লিখেন, জিয়ালো সিকু (Diallo Seko) সাহেব যিনি সেখানকার গ্রামের অধিবাসী। তিনি গত বছর বয়আত করেছেন আর বয়আত করার সাথে সাথে তিনি চাঁদা দেয়া আরাম্ভ করে দিয়েছেন আর সেই চাঁদার বরকতে আল্লাহ তাআলা ঐ নিষ্ঠাবান নও-মোবাঈনকে এমন বরকতে ভূষিত করেছেন যে, সে বছরই তার ফসল বিগত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে যায় আর

এখন তিনি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় আবারও শস্যই চাঁদা হিসাবে দিয়েছেন।

বরকিনাফাসুর আমীর সাহেব লিখেন, গাওয়া অঞ্চলে (Gawa Region) জামা'তের প্রেসিডেন্ট হেমা ইউসুফ সাহেব বলেন, একদিন পকেটে কেবল তিন হাজার ফ্রাঙ্ক ছিল, স্ত্রী বলেন- ঘরে রান্না করার কিছু নেই এনে দিন। তিনি বলেন, সে সময়ই আমি অর্থ সহ মিশন হাউজে যাই সেখানে মুরুব্বী সাহেব চাঁদার ওয়াদা সম্পর্কে স্মরণ করালেন, আপনার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা বাকী আছে। খাকসার এটিই মনে করলাম আজ আমার পরীক্ষা আমি তৎক্ষণাত স্থির করলাম চাঁদাই পরিশোধ করব, আর তখনই তিন হাজার ফ্রাঙ্কের রশিদ কাটাই। আমার এই সামান্য কুরবানী আল্লাহ্ তাআলার খুব পছন্দ হল। সেই দিনই কাজের জন্য এক ব্যক্তি ঘরে আসল আর নগদ তিন লক্ষ ফ্রাঙ্ক দিয়ে বলল, আমার অর্ডার বুক করুন আর এ অর্থ অগ্রীম হিসেবে রেখে নিন। কাজ সম্পূর্ন হলে অবশিষ্ট অর্থ আদায় করে দিব। ইউসুফ সাহেব বর্ণনা করেন সেই দিন থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমার বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেল, বিশেষ করে আর্থিক অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেল।

বানফুরা (Banfora) অঞ্চলের মোবাল্লেগ লিখেন, এক বন্ধু সাওয়াদোগো (Sawadogo) সাহেব চার বছর পূর্বে আহমদী হয়েছিলেন, ধীরে ধীরে নিষ্ঠায় উন্নতি করেন আর চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন। একদিন বলতে লাগলেন, সর্ব প্রথম চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত কেননা এর অগণিত কল্যাণ রয়েছে, আর এর প্রমাণ আমার নিজের স্বত্ত্বা। কেননা আহমদীয়াতে প্রবেশ আর চাঁদা আদায়ের পূর্বে প্রায়ই আমি মানুষের নিকট থেকে ধার এবং ঋণ নিতাম। কিন্তু এখন আল্লাহ্ তাআলা আমার অবস্থা একবারেই পাল্টে দিয়েছেন। আর চাঁদা আদায়ের কল্যাণে আমি এমন সামর্থবান হয়েছি যে, মানুষকে ধারে অর্থ দেই। পুর্বে মানুষ নিজের (পাওনা) অর্থ নেয়ার জন্য আমার দ্বারে আসতো আর আজ ইমাম মাহদী (আ.)-এর কল্যাণে মানুষ আমার দ্বারে সাহায্য প্রার্থনার জন্য আসে।

নাইজার একটি গরীব আর অনুন্নত দেশ, তাদের নেয়ার অভ্যাস রয়েছে কিন্তু দেয়ার অভ্যাস নেই, খোদা তাআলার বিশেষ ফযলে যেখানেই তবলিগ করা হয় সেখানে আর্থিক কুরবানীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে। যার প্রেক্ষিতে মানুষ আর্থিক কুরবানীর দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে। কতক গ্রাম এমন আছে যেখানে প্রথম বার তবলীগ করা হয় আর তারা প্রথম দিনেই কিছু না কিছু চাঁদা দেন।

মোবাল্লেগ সাহেব লেখেন, এ বছর খোদা তাআলার ফযলে ওয়াকফে জাদীদের আর্থিক কুরবানীতে নাইজারের শতভাগ জামা'ত অংশগ্রহণ করেছে। বিগত বছর ওয়াকফে জাদীদের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এক হাজার চার শত আট্টাত্তর ছিল, অথচ এ বছর এ সংখ্যা সতের হাজার সাত শত ছয়ে উন্নিত হয়েছে। অর্থাৎ ওয়াকফে জাদীদে ষোল হাজার দুইশত আটাশ জন নওমোবাঈন বৃদ্ধি হয়েছে।

আফ্রিকায় কেবল চাঁদাই নয় বরং সেখানের লোকদের আল্লাহ তাআলার ফযলে অন্যান্য আর্থিক কুরবানী সমূহেও অনেক বেশী অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হচ্ছে।

লেগাছের এক নিষ্ঠাবান আহমদী আলহাজ্জ ইব্রাহীম আল হাসান নিজের তিন ফ্লাট বিশিষ্ট নতুন ঘর আর এর সাথে সংযুক্ত একটি মসজিদ তৈরী করেন। মসজিদ সম্পর্কে তার নিয়্যত ছিল, এটিকে জামা'তের নিকট হস্তান্তর করবেন। তিনি বলেন, আমি এখনও নিজের এ নতুন ঘরে স্থানান্তর হই নাই, এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আমার এই নতুন ঘরে আসেন আর তার পর খলীফা সানী (রা.), আর খলীফা সালেস (রাহে.), আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এবং খলীফা খামেস (আই.) সকলেই আসলেন, সর্বশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আসলেন। হুযুর (আ.) আগমন করে বললেন, এখানে এ ঘরেরই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, আর অন্য কোন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে না। অত:পর মসজিদ সংলগ্ন অট্টালিকা, যাতে তিনটি ফ্লাট তৈরী করেছিলেন সেগুলোর মধ্য থেকে একটি ফ্লাটে তিনি (আ.) চলে গেলেন আর বললেন, এটিও মসজিদের সাথেই জামা'তকে দিয়ে দিন। তিনি বলেন, এরপর আমার চোখ খুলে গেল আর আমি নিয়্যত করলাম মসজিদের সাথে ফ্লাটও জামা'তকে মিশন হাউস হিসাবে দিয়ে দিব। সে অনুযায়ী তিনি এ মসজিদ এবং সবগুলো ফ্লাট জামা'তকে মিশন হাউস হিসাবে দিয়ে দিলেন। যার মোট মূল্য নব্বই হাজার পাউন্ড।

টোগোর মোবাল্লেগ লিখেন, নচে অঞ্চলের একটি গ্রাম যেখানে কিছু কাল পূর্বে আহমদীয়াত প্রবেশ করেছিল, সেখানে চাঁদা আদায় একটি অদ্ভুত ঘটনার মাধ্যমে শুরু হয়। বিরুদ্ধবাদীরা সেখানে অনেক সম্পদ ও অর্থ নিয়ে আসে যেন তা দিয়ে তাদেরকে আহমদীয়াত থেকে দূরে রাখা যায়। এটি একটি দরিদ্র গ্রাম আর মানুষ চাষা-বাদ করে চলে। বিরুদ্ধবাদীরা তাদের বলে, আমরা তোমাদের জন্য অর্থ নিয়ে এসেছি অথচ আহমদী তোমাদের থেকে চাঁদা চায় আর এই সব অর্থ একত্রিত করে সেগুলো দিয়ে ব্যবসা করে। গ্রামের লোকেরা উত্তর দিল, তোমরা মিথ্যা বলছ, তোমরা আমাদের এ জন্য অর্থ দিতে এসেছ যেন আমরা ঈমান হতে বঞ্চিত হই? অথচ আহমদীরা আমাদের থেকে চাঁদা চায়, যেন আমাদের ঈমান মজবুত হয়। তারপর তারা আমাদের কুরআনের শিক্ষা দেয়, প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহ্ তাআলার পথে কিছু না কিছু খরচ করা উচিত আর আমরা জানি যে, আহমদী এ চাঁদা দিয়ে ইসলামের সেবা করে। খায় না বা ব্যবসা করে না। নি:সন্দেহে আমরা দরিদ্র আর তোমাদের অর্থ আমাদের প্রয়োজনাদী নিবারন করতে পারে, তথাপি অল্প স্বল্প যা আমাদের নিকট আছে তা আমরা খোদা তাআলার রাস্তায় ব্যায় করা পছন্দ করব। এ ভাবে তারা চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভূক্ত হ'ল আর আজও তারা আল্লাহ্ তাআলার ফযলে চাঁদার ব্যবস্থাপনার অন্তভূক্ত রয়েছে।

সুতরাং এরা হচ্ছে ঐসকল লোক যারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যেক ধরনের কুরবানী করে যাচ্ছে, নগন্য কুরবানীও, বড় কুরবানীও। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের ফল সমূহকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে চলছেন। জামাতে আর্থিক কুরবানীর একটি রূহ না কেবল প্রতিষ্ঠিত বরং প্রতি নিয়ত বেড়ে চলছে। নতুন আহমদীগণও এতে এগিয়ে যাচ্ছে।

ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা যা প্রথমে কেবল পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যই মনে করা হোত অর্থাৎ এ কুরবানীতে কেবল পাকিস্তানের আহমদীগণই অন্তর্ভূক্ত হতো। অতঃপর চতুর্থ খিলাফতে এটি সারা পৃথিবীর জন্য সাধারণ করে দেয়া হয়েছে। ধনী দেশ সমূহ অর্থাৎ পশ্চিমা দেশ সমুহ থেকে আর অন্য উন্নত দেশ সমূহ থেকে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়ের বড় উদ্দেশ্য এটা ছিল, ইন্ডিয়া এবং আফ্রিকার কতক দেশ যাদের খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর জামা'তের অধিকাংশই নওমোবাইন ছিল, যাদের তখনও আর্থিক ব্যবস্থাপনার সঠিক

ধারনা ছিল না, তাদের প্রয়োজনাদী নিবারন, মসজিদসমূহ নির্মাণ এবং অন্যান্য খরচ সমূহে এ অর্থ ব্যয় করা। কিন্তু আপনারা দেখেছেন, আমি যে ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছি, এখন স্বয়ং নওমোবাইনগণও কিভাবে কুরবানীতে অগ্রসর হচ্ছে। আর তাদের নিজেদের কুরবানীতে অগ্রসর হওয়াতে সেখানকার প্রয়োজনাদী কিছুটা নিবারণ হচ্ছে, কিন্তু সেই সাথে নতুন মিশনও খোলা হচ্ছে তাই ধনী বা প্রাশ্চাত্য দেশসমূহ থেকে ওয়াকফে জাদীদের যে চাঁদা নেয়া হয়ে থাকে তা অন্য নতুন পরিকল্পনা সমূহে খরচ করা হবে, যেখানে প্রয়োজনাদী বৃদ্ধি পাচ্ছে, মসজিদ ও মিশন হাউজ নিমার্ণ হচ্ছে এবং বই-পুস্তক ছাপা হচ্ছে। পশ্চিমা দেশ সমূহের আহমদীগণ এই যে কুরবানী সমূহ করছেন তাতে তাদের স্বীয় দেশের জামা'তী প্রজেক্ট এবং কাজ সমূহকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ব্যাপকতা সৃষ্টিতে সেখানে সহায়তা হচ্ছে। দরিদ্র দেশসমূহেও আহমদীয়াতের উন্নতিতে সহায়ক হচ্ছে। ধনী দেশসমুহের সদস্যগণ ব্যক্তিগত ভাবেও সাধারন যে কুরবানী করছেন, তা জামা'তে সমষ্টিগত ভাবে ভারী বর্ষনের ফল সৃষ্টি করছে, আল্লাহ্ তাআলা সর্বদা এগুলোকে কবুল করুন।

যেভাবে সবাই জানেন, পহেলা জানুয়ারী থেকে ওয়াকফে জাদীদের বছর আরম্ভ হয়ে থাকে, আমি বেশির ভাগ যে দৃষ্টান্ত সমূহ উল্লেখ করেছি তা হচ্ছে ওয়াকফে জাদীদের। আজকের খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা দেয়া হবে আর বিগত বছরের কিছু পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হবে। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে ওয়াকফে জাদীদের এটি ৫৩ তম বছর ৩১ শে ডিসেম্বর শেষ হয়েছে আলহাদুলিল্লাহ, এ বছর আল্লাহ্ তাআলার বড় ফযল হয়েছে, আর জামা'ত ওয়াকফে জাদীদে ৪১ লক্ষ ৮৩ হাজার পাউন্ড এর উপর কুরবানীর সৌভাগ্য লাভ করেছে। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে বিগত বছরের তুলনায় এ কুরবানী ৬ লক্ষ্য ৬৪ হাজার পাউন্ডের বেশি। বিগত ঐতিহ্য অনুযায়ী এ কুরবানীতে পাকিস্তানই প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর আমেরিকা, যুক্তরাজ্য অতঃপর জার্মানী। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে গত বছরের তুলনায় যুক্তরাজ্য ১ লক্ষ্য পাউন্ড আদায় বেশি করেছে। জার্মানীও যুক্তরাজ্যের উপরে আসার পূর্ণ চেষ্টা করেছে। এবার তারা ওয়াকফে জাদীদে ২ লক্ষ্যের বেশি ইউরো আদায় করেছে। কিন্তু অবস্থান বিগত বছরের স্থানেই রয়েছে। অতঃপর কানাডা, ইন্ডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া। অষ্ট্রেলিয়ার অবস্থান এক ধাপ উপরে এসেছে। ইন্দোনেশিয়া, বেলজিয়াম এবং দশম স্থানে সুইজারল্যান্ড।

স্থানীয় মুদ্রাতে বিগত বছরের তুলনায় অধিক (চাঁদা) আদায়কারী পাঁচটি জামা'ত, প্রথম জার্মানী তারা ৩৩ শতাংশ আদায় বৃদ্ধি করেছে অতঃপর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া অতঃপর বেলজিয়াম।

জন প্রতি আদায়ের দিক থেকে আমেরিকা প্রথম স্থানে রয়েছে। তাদের জন প্রতি চাঁদা আদায় হয়েছে ৮১ পাউন্ডের উপর। অতঃপর সুইজারল্যান্ড ৪৮ পাউন্ড এর পর আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য অতঃপর জাপান, ফ্রান্স, কানাডা, স্পেন ইত্যাদিও যথেষ্ঠ চেষ্টা করেছে। আফ্রিকাতে আদায়ের দিক থেকে প্রথম পাঁচটি জামা'ত হচ্ছে, ঘানা, নাইজেরিয়া, মরিশাস, চতুর্থ বরকিনাফাসু এবং পঞ্চম বেনিন।

এ বছর ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় কারীর সংখ্যা ২৫ হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। এরূপে সামগ্রিক সংখ্যা (দাঁড়িছে) ৬ লক্ষ্যের অধিক। তবে আমি যেভাবে বলেছি, নাইজের এবার চেষ্টা করেছে অথচ তারা ছোট এবং সম্পূর্ণ নতুন জামা'ত, আদায়কারীর সংখ্যা ১৬ হাজার বৃদ্ধি করেছে। আফ্রিকার অবশিষ্ট জামা'তগুলো যদি চেষ্টা করে তাহলে এ সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। আগত বছরের জন্য আমি ঘানা এবং নাইজেরিয়াকে বলছি, নূন্যতম আরও ৫০ হাজার সদস্য বৃদ্ধির টার্গেট নিন। তাদের সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এটি সম্ভব।

অত:পর পাকিস্তানের যে ফলাফল রয়েছে সে অনুযায়ী প্রথম লাহোর, করাচী এবং রাবওয়া। রাবওয়া এবং করাচীর পার্থক্য এত অল্প যে যদি রাবওয়া পুর্বে জানতো তাহলে সম্ভবত কোন এক ব্যক্তি আদায় করে দিত, সম্ভবত ৪-৫ হাজার রূপির পার্থক্য হবে।

সাবালকদের মধ্যে দশটি জেলা শিয়ালকোট, রাওয়ালপিন্ডি, ফয়সালাবাদ, ইসলামাবাদ, শেখোওপুরা, গুজরানেওয়ালা, সারগোদা, মুলতান,গুজরাট এবং উমরকোট।

আতফালদের মধ্যে প্রথম লাহোর, দ্বিতীয় করাচী, তৃতীয় রাবওয়া, আতফালদের প্রথম দশ জেলা শিয়ালকোট, রাওয়ালপিন্ডি, ফয়সালাবাদ, ইসলামাবাদ, শেখোওপুরা, গুজরানেওয়ালা, নরওয়াল, গুজরাট, উমরকোট এবং দশম স্থানে হায়দারাবাদ।

আমেরিকার প্রথম পাঁচটি জামা'ত লস এঞ্জেলিস, ইনলেন্ড এমপাইয়ার, সেলিকানভেলী, ডেট্রয়েড, সিকাগু ওয়েস্ট এবং বোষ্টন।

যুক্ত রাজ্যের দশটি জামা'ত ওয়েস্টারপার্ক, মসজিদ ফযল, রেঞ্জপার্ক, বার্মিং হাম ওয়েস্ট, ওয়েস্ট হিল, ব্রেডফোর্ট নার্থ, ভেকেসলে এন্ড গ্রীন ওয়াচ্, মাসজিদ ওয়েস্ট এবং দলোর হেমপটান।

আদায়ের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য রিজিওন সমূহ মিডলেন্ড রিজিওন, সাউথ রিজিওন, লন্ডন রিজিওন, মিডেল সেক্স রিজিওন এবং ইসলামাবাদ রিজিওন।

জার্মানীর পাঁচটি জামাত হ্যামবার্গ, ফ্লেঙ্কর্ফোট, গ্রত্তস গিরাও, ব্যাসবান এবং ডারমাসন্ড।

চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে জার্মানীর উল্লেখ যোগ্য জামা'ত সমুহ- রোডার মার্ক, নওয়েস, ব্রোকসাল, মোরফিল্ডন (জার্মানবাসীগণ নিজেরা এ শহর গুলোর উচ্চারণ সঠিক করে নিবেন) রোডস্ হায়েম, মেহেদি আবাদ, ব্রেমান, নিদার রোডেন, ওয়ালডেফ, ওয়ায়েন গার্ডেন।

কানাডা আতফাল এবং সাবালকদের দপ্তর পৃথক করে রেখেছে। অন্যান্য দেশসমূহ যেখানে ব্যবস্থাপনা ভালোভাবে establiesh হয়ে গেছে তাদেরকেও আমি এটি প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছিলাম। কিন্তু জার্মানী, আমেরিকা এবং যুক্তরাজ্য আতফাল ও খোদ্দামদের দফতর পৃথক পৃথক রাখার চেষ্টা করতে পারেনি। কিন্তু যাই হোক কানাডা সংরক্ষণ করেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানে পাকিস্তানের পর কানাডা যারা পৃথক রেকর্ড সংরক্ষণ করেছে। এ চাঁদায় সাবালকদের মধ্যে মারকাম, পিস ভিলেজ সাউথ, ওয়েস্টার্ন, আয্লঙ্গটন, কেলগেরী সাউথ, ওডবার্জ। কানাডায় আতফালের দপ্তরের জামা'ত গুলো- ওয়েস্টার্ন সাউথ, ওয়েস্টার্ন নর্থওয়েস্ট, ওয়েস্টার্ন আয্লঙ্গটন, মার্কাম, পিস ভিলেজ সাউথ।

ইন্ডিয়ার জামা'ত সমূহ- কেরালা, জাম্মু কাশ্মীর, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রাপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, কার্নাটাক, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, রাজ্যস্থান, দিল্লী। প্রথমে আমি প্রদেশ গুলো উল্লেখ করেছিলাম এখন জামাত গুলো হচ্ছে,

তাদের উল্লেখ যোগ্য জামা'ত সমূহ- কালি কাট, কেনা নূর টাউন, হায়দ্রাবাদ, কাদিয়ান, চেননাই, কলকাতা, কেরোলাই, ব্যাঙ্গালোর, পাঞ্জগাড়ী, কমিউটার, আসনূর।

আল্লাহ্ তাআলা এ নতুন বছরে কুরবানী কারীদের সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করুন। যারা বিগত বছর গুলোতে কুরবানী করেছেন তাদের সম্পদ এবং আত্মায় অগণিত বরকত দান করুন, তারা যেন পূর্বের চেয়ে অধিক কুরবানীকারী হতে থাকেন।

একটি দু:খ জনক সংবাদ, জার্মানীর মোকাররম হেদায়াত উল্লাহ্ হিওবশ সাহেব ৪ঠা জানুয়ারী মঙ্গলবার মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা'জিউন। তিনি ১৯৪৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ হিসাবে তাঁর বয়স প্রায় ৬৪ বা ৬৫ বছর হতে পারে। যদি (বৎসরের) প্রথমে (জন্ম) হয়ে থাকে তা হলে ৬৪ বৎসর, হ্যাঁ প্রায় ৬৫ বৎসর। তিনি ফ্রেঙ্কফোর্টে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে মরিশাসের এক মহিলার সাথে তাঁর বিয়ে হয় সেই ঘরে তাঁর একটি মেয়ে আছে। তাঁর এ স্ত্রী ১৯৮৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। অত:পর তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে কাদিয়ানের দরবেশ সাঈদ আহমদ মাহার সাহেবের মেয়ের সাথে হয়। সেই ঘরে তিন ছেলে ও তিন মেয়ে রয়েছে। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী আহমদী ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি কিভাবে ইসলাম কবুল করি'? সেই ঘটনার বর্ণনাদেন, 'একদিন নিজের মায়ের ঘরে বসা ছিলাম একটি শুভ্র আলো কাঁদের উপর দিয়ে আলমারির দিকে যেতে দেখি, সেখানে শতশত বই সারিবদ্ধভাবে সাজানো ছিল, সেই আলো একটি বই এর নিকট এসে থেমে গেল।' যখন তিনি সেই বইটি বের করে দেখলেন, সেটি কুরআনের জার্মান অনুবাদ ছিল। তিনি কুরআন করীমটিকে নিজের হাতে নিয়ে পড়া আরাম্ভ করলেন, আর কুরআনের কিছু অংশ পড়ার সাথে সাথেই তার বিশ্বাস জন্মালো খোদা তাআলা নিজের কিতাবের মাধ্যমে বলছেন, এটি সত্য কিতাব আর আমার এটি গ্রহণ করা উচিত, অতএব ইসলাম কবুল করলেন। এ চিন্তা আসার পরেই তিনি মসজিদের অনুসন্ধান শুরু করে দিলেন আর মসজিদ নূরের সন্ধান পেলেন এভাবে জামা'তের সাথে সম্পর্ক হলো আর সিলসিলার মোবাল্লেগ মরহুম মোকাররম মাসূ'দ জেহ্‌লমী সাহেবের সাথে সম্পর্ক হলো। তিনি অত্যন্ত আদর ও ভালবাসার সাথে তাকে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের পরিচয় করান। ১৯৬৭ সনে বয়আত করে সিলসিলাহ আলিয়া আহমদীয়ায় দাখেল হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাঁর নাম হেদায়েত উল্লাহ রাখেন। ১৯৭০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন ফ্রেঙ্কফোট আসেন তখন সেখানে তাঁর হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ হয়।

জার্মানীর আমীর সাহেবও তাঁর মাধ্যমে আহমদী হয়েছেন তিনি তাঁকে অনেক তবলীগ করেন। কেননা তিনি (আমীর সাহেব) সত্যের সন্ধানে কাদিয়ানে গিয়েছিলেন আর ইনিও সেখানে ছিলেন। তিনি তাকে সাথে নিয়ে সমস্ত কাদিয়ান ঘুরেন আর তবলীগ করেন। তিনি সবসময় তাঁর অনুবাদক হিসেবে আর খলীফাগণের অনুবাদক হিসেবে খেদমত করতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত দরবেশ গুণের অধিকারী এবং নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। খোদার উপর ভরসায় তিনি শীর্ষ মার্গে পৌঁছে গিয়েছিলেন অর্থাৎ আমি মনে করি তিনি পিছনে এসেও খোদার উপর ভরসা, ঈমান, বিশ্বাস, বিশ্বস্ততা ভালবাসা এবং নিষ্ঠায় অনেকের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছেন। তাঁর আহমদীয়া খিলাফতের সাথে ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল অর্থাৎ কোন বিষয়ে সামান্য পরিমাণ মতভেদও করতে চাইতেন না। MTA তে কোন বিষয়ে খলীফার খুতবা বা যুগ খলীফার কোন প্রোগ্রাম আসলে তৎক্ষণাত বাচ্চাদের চুপ করিয়ে দিয়ে নিরবে শুনতে বলতেন আর নিজেও শুনতেন। নামাযে অতি উচ্চ মার্গের মনোনিবেশ ছিল, তাহাজ্জুদ আর নফল আদায়কারী ছিলেন।

আমার স্মরণ আছে গত বছর আমি সেখানে একদিনের শুরা আহবান করি। সেখানে জামা'তের পক্ষ থেকে জার্মান ভাষায় একটি পত্রিকা ছেপে ছিল কিন্তু সেটিতে এমন বিষয় বস্তু ছিল যা কয়েক জনের ভুল-ভ্রান্তি সংক্রান্ত ছিল। যাই হউক এ বিষয়ে আলোচনা চলছিল আর আমার নিকট সেই ভুল-ভ্রান্তি যথার্ত মনে হচ্ছিল। অথচ হেদায়ত উল্লাহ সাহেবের সেই পত্রিকায় বড় ভূমিকা ছিল। তাঁর আকাঙ্খা ছিল, নিজের এবং মেয়েদের কিছু প্রবন্ধও ছিল, অন্যরা এ পত্রিকার স্বপক্ষে বলে এ প্রবন্ধগুলোকে যথার্ত স্বাব্যস্থ করার চেষ্টা করছিল কিন্তু হেদায়াত উল্লাহ সাহেব দাঁড়ালেন আর প্রথম কথা এটিই বললেন, যে ভুল গুলো আপনারা চিহ্নিত করছেন, এগুলো সম্পূর্ণ যথার্ত, আমি এর জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। এটিই ভাল যে, এতে আরও চিন্তা ভাবনা করা উচিত। কোন রূপ উচ্চ বাচ্চ ছিল না যে, এটি হওয়া উচিত, ঐটি হওয়া উচিত। কোন ধরনের কোন প্রস্তাব নয় যে, এখন আমি কি বলছি। Simple স্বীকার উক্তি ছিল, আমাদের থেকে ভুল হয়েছে আর আমরা ক্ষমা চাচ্ছি, এ ছিল তার মাঝে প্রেরণা। ঐ বছর কুরবানীর ঈদ আমি সেখানে করি, তিনি বিশেষ করে জোর দিয়ে আমাকে তাঁর ঘরে ডাকেন আর নিজের বাড়ীর সব কক্ষ, নিজের লাইব্রেরী দেখান। ঘরের সকলেই আনন্দিত ছিলেন, তাঁর আনন্দ দেখার মত ছিল যা তাঁকে অন্যদের থেকে পৃথক করছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ধর্ম সেবার প্রভূত তৌফিক দিয়েছিলেন। জার্মান ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে অনেক বই লিখেছেন। মিডিয়ার সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। অন্যদের মাঝে গিয়ে বিভিন্ন মিডিয়াতে অনেক ধরনের প্রশ্ন-উত্তর সভা করতেন। জার্মান জামা'তের প্রেস সেক্রেটারী হিসাবেও তিনি দীর্ঘ সময় সেবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। একজন জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, বলা যেতে পারে এক জন মু'মিন হিসাবে মানুষের মধ্যে যে ধরনের বিশেষত্ব থাকা প্রয়োজন তার প্রত্যেক ধরণ তার মধ্যে ছিল। জার্মানীর এম.টি.এ. স্টোডিওর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন আর তাঁকে জার্মান প্রোগ্রামের প্রাণ মনে করা হতো। তিনি জার্মান ভাষায় তবলীগ ও তরবিয়তী পুস্তক-পুস্তিকার একটি বড় ভান্ডার জামা'তের জন্য রেখে গেছেন।

জার্মানের সংবাদপত্র সমূহে ও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের মতবাদ জোড়ালো ভাবে উপস্থাপনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। জার্মান ভাষার পাশা-পাশি ইংরেজীতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। জার্মান এবং ইংরেজী উভয় ভাষায় নযমও লিখতেন। ইদানিং তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় জার্মান ভাষা পড়াচ্ছিলেন আর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। যেভাবে আমি বলেছি, তিনি নযম লিখতেন, অনেক ভালো কবি ছিলেন। তাঁর কবিতার বইও ছেপেছে। জলসায় বক্তৃতাও করতেন। কুরআন করীমের সাথে তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল।

আল্লাহ তাআলার স্বত্তায় অত্যধিক ভরসা ছিল, কোন কষ্ট বা অসুবিধায় একটিই জবাব হতো, দোয়া কর। পাঁচ বেলা নামায আদায় ছাড়াও নফল এবং তাহাজ্জুদেরও বিশেষ ব্যবস্থা করতেন, আর্থিক কুরবানীর দিকেও দৃষ্টি থাকতো। তার মেয়ে আমাকে লিখেন, কখনও কোন সমস্যা হলে তাঁর প্রথম উত্তর এই হতো যে, যুগ খলীফাকে দোয়ার জন্য পত্র লিখ, আর নিজেও দোয়াতে লেগে যাও। এটিই একমাত্র সমাধান।

জামা'তের বাইরে তাঁর লেখা রচনা সমূহের মধ্যে জার্মান ভাষায় আঁ-হযরত (সা.)-এর শিক্ষা সমূহের দুইটি এডিশন রয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে ৯৯টি প্রশ্নের উত্তর, এটিরও কয়েক ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে। অতঃপর ইসলামে নারীর মর্যাদা, এটি তৃতীয় বই, এতে কিছু প্রশ্ন আর সেগুলোর উত্তর রয়েছে। তদ্রূপ ইসলামে "জান্নাত এবং জাহান্নামের দৃষ্টিভঙ্গি"। এছাড়া আহমদীয়াতের বাহিরে বিভিন্ন বিষয়ে আরও অনেক বই আছে যা প্রায় ১২ টি হবে তা ছাপা হয়েছে। জামা'তী ভাবে তাঁর যে বই আছে সেগুলোর সংখ্যা প্রায় ৪টি। এছাড়া ম্যাগাজিন, যার মধ্যে কাদিয়ান দারুল আমান অত:পর মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে বই, ইসলামে নারী জাতির ভূমিকা, ইসলামী নযমের সংকলন। এছাড়া জামা'তী ম্যাগাজিনে নিয়মিত তাঁর প্রবন্ধ থাকতো। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লিখা পুস্তিকার সংখ্যা প্রায় ১২০টি। টিভি প্রোগ্রাম ও টকশোতে অংশ নিতেন। জার্মানের একজন প্রসিদ্ধ ইহুদীর প্রোগ্রাম, বিষয় বস্তু ছিল, 'ইসলাম কত ভয়াবহ ধর্ম'? তিনি এতে অংশগ্রহণ করেন আর ইসলামের সুরক্ষা করেন। অতঃপর তার একটি টকশো ছিল, 'ইসলাম গ্রহণকারী কি উগ্রপন্থী'? এতেও তিনি বড় ইতিবাচক ভূমিকা রাখেন। বস্তুত: তাঁর অনেক টিভি প্রোগ্রাম ছিল। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যান ব্যক্তিবর্গ, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। ইসলামের সমালোচক ছাড়া সংবাদপত্র, পত্রিকা এবং প্রকাশকদের সাথেও সম্পর্ক ছিল। জার্মানীর খ্যাতনামা বড় সংবাদপত্র, দৈনিক ডিওয়েল (Diewell) তাঁর প্রবন্ধ সমূহ ছাপছিল।

তাঁর মৃত্যুতে জার্মানীর ১৬টি সংবাদ পত্র সংবাদ প্রকাশ করেছে, এতে কয়েকটি জাতীয় সংবাদপত্রও অন্তভূর্ক্ত আছে। অনেকগুলো প্রবন্ধে তাঁকে প্রখ্যাত মুসলমান ব্যক্তিত্ব হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। হেসিন প্রদেশের ধর্মীয় ঐক্য বিষয়ক মন্ত্রী তাঁর সম্পর্কে লিখেন, তিনি ইসলাম গ্রহণকারীগণের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ফ্রেঙ্কফোর্ট নিউ প্রেস লিখেছে, তিনি একজন কবি এবং মোবাল্লেগ ছিলেন। সাহিত্যে নবেল পুরুস্কার প্রাপ্ত গেন্টার গ্রাস (Gunter Grass) তাঁকে ১৯৬০ দশকের মহান লেখক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সর্ব শেষ নযম যা তিনি লিখেছিলেন, সেটিতে আঁ-হযরত (সা.) এর অত্যন্ত সম্মানের সাথে কর্তৃজ্ঞতা প্রকাশ করেন, 'তাঁর (সা.)-এর বদৌলতে আমি সত্য ও পবিত্র ধর্ম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি, আর সিরাতে মুসতাকিমে চলার সৌভাগ্য লাভ করেছি'। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পদমর্যাদা উন্নত থেকে উন্নত করুন'।

যেভাবে আমি বলেছি তাঁর এক স্ত্রী আর আট সন্তান রয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরও তত্ত্বাবধানকারী হউন। সর্বদা নিজের হেফাযত এবং আশ্রয়ে রাখুন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সন্তানদেরও তাঁর প্রদাঙ্ক অনুসরনে চালান। মেয়েদের মধ্যে এক দুই জন জামা'তের সেবায় নিয়োজিত, সকল সন্তানগণ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জামা'তের সেবাকারী হউন আর তিনি যে বিশ্বস্থতার সম্পর্ক জামা'ত এবং খলিফার সাথে রেখেছিলেন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সন্তানদেরও এতে উন্নতি করার তৌফিক দিন।

তদরূপভাবে আমি জার্মানের আহমদীদের, যুবক শ্রেণীদের বলছি, তিনি জার্মান হওয়া সত্তেও আহমদী মুসলমান হওয়ার যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছেন তাই আপনারাও তার প্রদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করুন। জার্মানী এবং ইউরোপের যেখানেই ইসলামের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন সেখানে সম্মুখে অগ্রসর হউন, জ্ঞান অর্জন করুন, শিখুন আর তাদের ভাষায় সেগুলোকে বর্ণনা করুন আর ইসলামের হেফাযত করুন। কেবল সুরক্ষা নয় বরং ইসলামের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে সকল ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কারও করতে চাই, যেভাবে আমি বলেছি হেদায়াত উল্লাহ্ সাহেব অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু অনেক সময় কতক মানুষ কারও মর্যাদাকে এমন ভাবে বর্ণনা করে যে, এতে অন্যদের মনে কতক প্রশ্ন উদয় হতে থাকে। কতক জায়গা থেকে এ ধারণাও এসেছে যে, মঙ্গলবার যে সূর্য গ্রহণ হয়েছিল সম্ভবত সেই সূর্যগ্রহণের সময় সেটি ছিল যা তাঁর মৃত্যুর সময় ছিল অথবা সেই সূর্য গ্রহণেরও মৃত্যুর সাথে কোন সম্পর্ক ছিল, এ ধরনের বিষয়াদীর ইসলামে কোন অবকাশ নেই।

একটি হাদিসে এসেছে, হযরত মুগিরা বিন শুয়েবা বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.)-এর যুগে তাঁর সন্তান ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিনে সূর্য গ্রহণ হয়েছিল, তাই অনেক মানুষ বলতে লাগল সূর্য গ্রহণ ইব্রাহীমের মৃত্যুর কারণে লেগেছে। এতে রাসূল (সা.) বলেন, সূর্য এবং চন্দ্র কারো মৃত্যু বা জীবনের জন্য গ্রহণ লাগে না, যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখন নামায পড়বে এবং দোয়া করবে, (বুখারী, কিতাবুল কাসূফ, বাব আস্‌সালাতো ফি কাসূফিশ্ শামছে)।

তোমাদের কাজ কেবল এটি। সুতরাং কখনও গ্রহণ দেখলে এটি হচ্ছে আসল প্রদ্ধতি যা আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন, কাসূফ ও খাসূফ এর নামায পড়।

পৃথিবীতে এই দিনে আরও অনেক মানুষ মৃত্যুবরণও করে থাকবে, জন্মগ্রহণও করে থাকবে। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে কোন না কোন মর্যাদা দিয়ে থাকে। সে জন্য প্রত্যেকে নিজ নিজ নিকটস্থ, ভালোবাসার পাত্র সম্বন্ধে এটিই বলবে, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ অমুকের মৃত্যুতে বা অমুকের জন্ম নেয়াতে হয়েছে। এতে ভুল ধরনের বিদা'তের রাস্তা উন্মুচিত হয়। এ কারণে আহমদীদের সর্বদা এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। কেবল তাই করুন যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়া একটি দোয়ার তাহরীকও করতে চাচ্ছি, গত কাল আহমদী বিরোধীরা পূণরায় মরদানে আমাদের কতক আহমদীদের উপর গুলিবর্ষণ করে যার কারণে আমাদের এক যুবক মিয়া ওজিহ আহমদ নো'মান যিনি মরদানের মিয়া বশির আহমদ সাহেবের ছেলে, তাঁর বয়স ২৫ বছর। তাঁর কমরে গুলি লাগে। আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাদিন আছে। আল্লাহ্ তাআলা তাকে দ্রুত পূর্ণ আরোগ্য দান করুন এবং শত্রুদেরও কৃতকর্মের শাস্তি দান করুন।

অনুবাদ: মওলানা বশীরুর রহমান

মুরব্বি সিলসিলাহ